৯৬

দৈনিক মিল্লাত
তারিখঃ ০৭/০২/৯৪
পৃ. ১ . কঃ ৬

অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম

নাসির আল মামুন ঃ দেশে অসংখ্য সুরম্য স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হলেই দেশে শিক্ষার বিকাশ হবে না। এজন্য শিক্ষার বিকাশের জন্য সমাজের মর্মমূলে চেতনাবোধ জাগ্রত করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সরকারী আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা বাড়িয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ ও অভিভাবকত্ব বাড়াতে হবে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিক মিল্লাতকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক শফিউল আলম এ মন্তব্য করেন। জনাব শফিউল আলম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ছাড়াও তিনি এসব স্তরের পাঠ্যপুস্তকও প্রণয়ন করেছেন।

(৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

(৭-এর)

মাতৃভাষা

বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তার মোট তিনটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সৃজনশীল লেখক হিসাবে পরিচিত। জনাব শফিউল আলম '৮৩ সালে যুক্তরাজ্যের মুরে হার্ডিক কলেজ অব এডুকেশন থেকে শিক্ষাক্রম, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। তার সাথে মিল্লাতের সাক্ষাৎকার নিম্নে বর্ণিত হলো।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষার মান বলতে কি বুঝায়? শিক্ষার মান নীচে নেমে গেছে বলে ইদানীং সর্বত্রই কথাটা আলোচিত হচ্ছে- তার সঙ্গে আপনি কি একমত?

উত্তর ঃ একটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সেদেশের শিক্ষার মান। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার কাঠামো পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান ব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ-সবকিছুই শিক্ষার মান গড়ার জন্য প্রয়োজন। এ সঙ্গে দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে কল-কারখানায় কোন উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মান যেমন সুনির্দিষ্ট উপায়ে সহজেই নির্ণয় করা যায়- শিক্ষার মান ওভাবে নির্ণয় করা যায় না। তাই শিক্ষার মান কথাটির কোন একক সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক চিহ্নিত করা কঠিন। তবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর থেকে যেসব শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসছে এবং তাদের দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ধারণা দেখে আমরা বুঝতে পারি শিক্ষার মান কিরূপ। এদেশেও আমরা তাই লক্ষ্য করছি। তাছাড়া আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চার যে আবহাওয়া তাতে বোঝা যায় শিক্ষার মান কিরূপ।

আমাদের দেশে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে বলে যে ঢালাও মন্তব্য করা হচ্ছে তার সঙ্গে আমি একমত নই। আসলে কমে যাচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান। তাও সর্বক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। শিক্ষার মান এখন আগের মতো সাধারণ মানুষের মানুষের হাতের মুঠোয় নেই। এতে তাদের কোন ভূমিকা বা নিয়ন্ত্রণ নেই। ব্যবসার ক্ষেত্রে যার পুঁজি বেশী, মূলধন বেশী তার যেমন লাভের মাত্রাও বেশী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্তমানে তাই হচ্ছে। দেশের যেসব অভিভাবকের অর্থ সম্পদের অভাব নেই- একজন শিক্ষার্থীর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা তো বটেই সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা প্রতিযোগিতায় টিকে যাচ্ছে। শিক্ষার এই গুণগত মান সমাজের বিশেষ কিছু শ্রেণীর জন্য এখন নির্ধারিত হয়ে গেছে বলা যায়। তারা এতই মান অর্জন করছে, যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নাগালের বাইরে। এখন শিক্ষার মান নগরকেন্দ্রিক এবং সামাজিক মানের সঙ্গে শিক্ষার মানও সমান্তরালভাবে অগ্রসর হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থীর মান বা উচ্চ সাফল্য এখন মা-বাবার Social status-এর সঙ্গে মাপা হচ্ছে। আগে যেমন শিক্ষার মানের একটা সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে বলা যেত- এ ছাত্রটি এসএসসি পাস- তার জ্ঞানের পরিধি এরূপ। এখন আর সেটা বলা সম্ভব নয়। এমনও দেখা যায়, একজন এম এ পাস ছাত্রের জ্ঞান একজন দশম শ্রেণীর ছাত্রের চাইতেও কম। তাই সাধারণ অর্থে শিক্ষার মান বলতে নির্ণয় করার মত কোন সাধারণ মাপকাঠি এখন আর নেই। তাই আমরা সহজেই বলি শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে।

প্রশ্ন ঃ যদি একমত হোন তবে এই অবস্থার অবসানে আপনার সুপারিশ কি?

উত্তর ঃ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন- সকল স্তরের শিক্ষার জন্য-

১. দেশের প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীকে দেশের ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করাও সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

২. শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।